(৫)

দৈনিক
ইনকিলাব

SEP 22 2006
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩.....

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শিফট চালু

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান

দেশের একমাত্র দুই শিফটে পরিচালিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অবশেষে এক শিফট করা হয়েছে। এতে শিক্ষক ও ইভিনিং শিফটের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা বাড়লেও ডে শিফটের ছাত্র-ছাত্রীদের বেড়েছে ভোগান্তি। পর্যাপ্ত ক্লাসরুমের অভাব ও সংকীর্ণ রুম, প্রয়োজন অনুযায়ী লাইট ও ফ্যানের অভাব। ক্লাসরুমের অপেক্ষায় শিক্ষার্থীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কর্তৃপক্ষ বলছে, এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, তাই সমাধান করতেও সময় লাগবে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এক শিফটে ক্লাস করানোর জন্য যে পরিমাণ শ্রেণীকক্ষ ও কমনরুম দরকার তার সিকি ভাগও নেই জগন্নাথে। তার ওপর আবার যোগ হয়েছে ইভিনিং শিফট। এর ফলে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময়ই বারান্দা অথবা মাঠেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এক বর্ষের ক্লাস শেষ হলে তবেই অন্য বর্ষের ক্লাস করার সুযোগ পায় শিক্ষার্থীরা। বাধ্য হয়েই শ্রেণীকক্ষের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের হইহুল্লোড়ে, এমনকি স্বাভাবিক কথাবার্তায় শিক্ষকরা নীরব পরিবেশে লেকচার দেয়ার সুযোগ পান না। শিক্ষার্থীরাও মনোযোগ সহকারে লেকচার শুনতে পারছে না। তাছাড়া ক্লাসরুমে জায়গার সংকুলান না হওয়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ক্লাস করতে হয় অনেককে। আবার কোন বর্ষের ক্লাস কোন রুমে হবে তা নির্দিষ্ট না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অনেক সময় দেখা যায় ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীরা ২য় বর্ষের ক্লাসরুমে গিয়ে বসে পড়ে, হাজিরা দেয়ার

ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি বাড়লো সংকীর্ণ ক্লাসরুমে ফ্যান ও লাইট সঙ্কট

কোন নতুন মানুষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাম্য হাট অথবা জনসমাবেশ হিসেবে মনে করলেও ভুল হবে না। ৫শ' টাকা চাঁদা দিয়েও সেমিনারে বসার সুযোগ পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে শত শত শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকে। সেমিনার ফি নেয়ার পরও সেমিনার রুম অনেক সম থাকে বন্ধ। তাছাড়া সংস্কারের অভাব এবং অপরিষ্ক থাকায় সেমিনারে বসার মতো কোন পরিবেশ থাকে ন ফলে বারান্দায় বা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়েই দাঁড়ি থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ক্লাসরুমে ঢুকেও স্বস্তি শিক্ষার্থীদের। আবার অধিকাংশ রুমেই পর্যাপ্ত পরিম ফ্যান না থাকায় গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ক্লাস না করেই হয়ে যেতে বাধ্য হয় অনেক শিক্ষার্থী। এত সমস্যার প ইভিনিং শিফটের রবিন, তিসা, রত্নাসহ অনেকেই খু খুশি। কারণ হিসেবে তারা বলেন, ইভিনিং শিফটের ক্ল শেষ করে বাসায় ফেরার পথে কিছুসংখ্যক কথি ছাত্রনেতা ও ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে সব খুইয়েছেন তারা। ক্লাসশেষে বাসায় ফেরার প মোবাইল সেট, টাকা-পয়সা ও মূল্যবান জিনিস ছিনতাই হয়নি এমন ছাত্র খুঁজে পাওয়াই ভার। বিশে করে মেয়েদের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় বেশী। ছাত্রনেতাদে দ্বারাও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার ঘটনা ঘটে নিয়মিতই। আর এসব অভিযোগের সত্যতা স্বীক করেছেন অনেক শিক্ষকও। শ্রেণীকক্ষের সমাধানে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, এটা এক দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা। তাই ইচ্ছা করলেই সমাধান ক সম্ভব নয়। তারা আরো জানান, আগামী বছর থেকেই সমস্যা কিছুটা হলেও কমবে। কারণ বিগত বছরগুলো অনার্সে সিটসংখ্যা ছিল সাড়ে ৫ হাজার। আর এ ব ভর্তি করানো হয়েছে মাত্র সাড়ে ৩ হাজার। তাছাড়া অল্প দিনেই ২০তলা ভবনের কাজ শুরু হচ্ছে। এটা শে